PRICE Rs. 5/-

শিশুভবন পত্রিকা

নেহরু চিলড্রেনস্ মিউজিয়ামের মুখপত্র
AN ORGAN OF NEHRU CHILDREN'S MUSEUM

SISHUBHAVAN PATRIKA

খন্ড - ৪৪ ঃ সংখ্যা - ৬ জুন ২০১৯ *visit our website : www.nehrumuseum.org* Vol- 44 : No - 6 June 2019

ধ্রুপদী নৃত্য, ভরতনাট্যম ও কত্থক নৃত্য অনুষ্ঠান জ্ঞান মঞ্চে ১৩ই জুন পরিবেশনায় নেহরু চিলড্রেনস্ মিউজিয়ামেরএর ছাত্র-ছাত্রীরা

জলরঙ এর কর্মশালা

গত ২১, ২২, ২৩ ও ২৪শে মে আমার প্রিয় নেহরু চিলড্রনেস্ মিউজিয়ামে জলরঙ কর্মশালার আয়োজন করা হয়েছিল। ওই কর্মশালায় আমি অংশগ্রহণ করেছিলাম। প্রথমদিন আমি ট্রান্সপারেন্ট জল রঙ শিখেছি, দ্বিতীয় দিন আমি জলরঙের সঙ্গে লবণ মিশিয়ে রং করার পদ্ধতি ও পোট্রেট এঁকে রঙ করার পদ্ধতি শিখেছি। তৃতীয়দিন আমি পোস্টার কালার দিয়ে অস্বচ্ছ জলরঙ বা গুয়াশ পদ্ধতিতে রঙ করা শিখেছি। এবং চতুর্থ বা শেষ দিন লবণ জলরঙের যে কাজ দ্বিতীয় দিন করা হয়েছিল তার ওপরে সুন্দর করে রঙ দিয়ে ছবি আঁকা হয়েছিল।

এই চারদিনের কর্মশালায় আমাদের মাস্টারমশায়ইরা ভীষণ যত্ন করে স্নেহের সাথে আমাদের সমস্ত কাজগুলি শিখিয়েছেন। তাঁদের শেখানো পদ্ধতিতে আমি অনেক সহজে কাজগুলি শিখতে পেরেছি। মাস্টারমশাইদের এই সস্নেহে শিক্ষার পদ্ধতি আমার খুব ভালো লেগেছে। আগামী বছর আবার আমি এই কর্মশালায় অংশগ্রহণ করতে চাই।

প্রজ্ঞা দে

বাচনিক কর্মশালা - জগন্নাথ বসু

"বাচনিক কর্মশালা" এই দুটি শব্দই আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল যখন প্রথমবার বিজ্ঞাপনটি দেখেছিলাম, তারপর যখন দেখলাম যে কর্মশালাটির প্রধান প্রশিক্ষক শ্রী জগন্নাথ বসু তখন নির্দ্বিধায় ওই কর্মশালাটিতে অংশ গ্রহণ করব বলে মনস্থ করলাম।

ফর্মটি জমা দিয়ে আমি অত্যন্ত উৎসুকভাবে ২১শে মে এর জন্য অপেক্ষা করতে লাগলাম। শেষ পর্যন্ত আমার বহু অপেক্ষিত সেই দিনটি এল। আমি যখন ভেতরে ঢুকলাম তখন প্রথম দর্শনে আমি অন্যান্য অংশগ্রহণকারীদের দেখতে পেলাম এবং প্রধান প্রশিক্ষক হিসাবে যাকে দেখলাম তিনি আর কেউ নন, আমার বহু আকাঙ্খিত এবং কালীকথা খ্যাত শ্রী জগন্নাথ বসু।

আমার প্রথমে মনে হয়েছিল যে হে ভগবান এত বড় মাপের মানুষের সামনে আমি নিজেকে প্রকাশ করতে পারব তো? আইডেন্টি কার্ড নিয়ে কিছুক্ষণ পর তিনি এক এক করে আমাদের নাম এবং ঠিকানা জানতে চাইলেন এবং বিভিন্ন ভাবনার আদান প্রদানের মধ্য দিয়ে আরম্ভ হয়ে গেল আমাদের বাচনিক কর্মশালা।

তিনি এক এক করে আমাদের সবার কথা শুনলেন ও খুব অল্প সময়ের মধ্যেই আমাদের বন্ধু হয়ে উঠলেন। প্রত্যেকের মধ্যে সুপ্ত প্রতিভাটিকে তিনি নিজেই আবিষ্কার করেছিলেন। যেমন আমার ক্ষেত্রে তিনি নির্দ্বিধায় বলেছিলেন যে আমি সাংবাদিকতা ভালবাসি। তারপর একটি খবরের কাগজ দিয়ে বললেন কয়েকটি লাইন পাঠ করতে। এই পড়ার সময়ই উনি বুঝিয়ে দিচ্ছিলেন বিভিন্ন ভুল এবং বাচনিক ভঙ্গিমাটি ঠিক কি রকম হওয়া উচিত।

তারপর তিনি এক এক করে বাচনভঙ্গির প্রধান চারটি বিষয় অর্থাৎ স্পষ্টতা বা clarity, অর্থসূচক পোজ বা scanning, কথার ওপর জোর বা Emphasis, সময়োপযোগী কণ্ঠস্বরের পরিবর্তনের বিষয় বা Voice Modulation, আমাদের বোঝালেন এবং বিভিন্ন উদাহরণ দিয়ে আমাদের শেখালেন যে এগুলি অত্যন্ত প্রয়োজনীয় একজন কথা শিল্পী বা বাচিক শিল্পীর জন্য। তিনিই আমাদের প্রথম শেখালেন যে "Don't shout but project your voice".

তিনি আমাদের বোঝালেন যে কিছু বর্ণ উচ্চারণের সময় মাইকটি দূরে সরিয়ে রাখতে হয়। মাইক এর সামনে চিৎকার করতে নেই তাতে মনে হয় যেন আমরা মানুষের কানের সামনে চিৎকার করছি। তিনি আমাদের এটাও শেখালেন যে বাচনভঙ্গি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ যখন আমরা "On Air" কথা বলছি।

এরপর আমাদের কয়েকটি গ্রুপ এ ভাগ করে দেওয়া হল এবং আমাদের বিভিন্ন বিষয় শেখানো হল। আমাদের জন্য একটি বিশেষ নাট্যকাব্য নির্বাচন করা হয়েছিল যার নাম আমি কিংবদন্তীর কথা বলছি।

প্রথম দিন অনুশীলনের সময় স্যার আমাদের ভুলগুলি শুধরে দিলেন এবং বাড়িতে অভ্যাস করতে বললেন। দ্বিতীয় দিন গিয়েই "নম যন্ত্র" কবিতাটি লেখার পর স্যার এবং স্যারের সহকারী সঙ্গে

দ্বিতীয় পাতার পর

বাচনিক কর্মশালা - জগন্নাথ বসু

আমরা কোমর বেঁধে নামলাম আমাদের নাট্যকাব্য ভাগ এবং আমরা স্টেজে কিভাবে দাঁড়াব তার প্রশিক্ষণ। তারপর ইয়াকুল্ট এর বোতল সহযোগে দিনটি শেষ করলাম।

তৃতীয় দিনটির জন্য আমরা অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছিলাম। উত্তেজনায় মনটা ভরে উঠেছিল যে কেমন হবে আমাদের প্রেজেন্টেশন টা। ওই দিনের ড্রেস কোড টি ছিল একটু অন্যরকম। আমরা মেয়েরা যারা কিংবদন্তী করছিলাম তাদের পরণে ছিল লাল কালো শাড়ি এবং ছেলেদের জন্য কালো বা লাল পাঞ্জাবী। ওইদিন আমরা শুধুমাত্র রিহার্স করছিলাম তাও খেলার ছলে, কিছুক্ষণ পর মিউজিয়াম কর্তৃপক্ষ থেকে আমাদের রিফ্রেশমেন্ট দেওয়া হল। সেটি যখন প্রায় শেষের পথে তখন আমায় জানানো হল যে আজকের অনুষ্ঠানের সঞ্চালিকা আমি। একদিকে যেমন আমার মনে একটি চাপা আনন্দ হচ্ছিল যে সবার মধ্যে আমি নির্বাচিত অন্যদিকে আমার ভয়ও করছিল। যাইহোক স্যার এবং তাঁর সহকারীদের সাহায্য নিয়ে তৈরী হলাম।

ঠিক ৫.৩০ মিনিটে শুরু হল আমাদের অনুষ্ঠান। রবি ঠাকুর, নিরূপ মিত্র, সুকুমার রায়, প্রেমেন্দ্র মিত্র এবং আবু জাফর ওয়ায় দুল্লাহ সবাই মিলেমিশে এক হয়ে গেলেন। প্রত্যেকটি নাটক বা কবিতার পর আমাদের স্যার কিছু মূল্যবান উপদেশ দিচ্ছিলেন এবং দর্শকদের ঘন ঘন হাততালি বোঝাচ্ছিল যে আমরা সফল। এই সব মিলিয়ে শেষ হল আমাদের তিনদিনের মজায় ভরপুর একটি কর্মশালা। পরবর্তী আরেকটি কর্মশালার জন্য আমরা অপেক্ষায় থাকলাম।

মধুপর্ণা সেনগুপ্ত

সুরে আনন্দে ছন্দে তালে - অগ্নিভ বন্দ্যোপাধ্যায়

"সুরে আনন্দে ছন্দে তালে" নামক এক কর্মশালার আয়োজন করেছিল নেহরু চিলড্রেনস্ মিউজিয়াম গত ২১,২২ ও ২৩ মে, ২০১৯ তারিখে। এই কর্মশালাটি পরিচালনা ও প্রশিক্ষণের সম্পূর্ণ দায়িত্বে ছিলেন শিল্পী অগ্নিভ বন্দ্যোপাধ্যায়।

এই কর্মশালায় আমি অংশগ্রহণ করেছিলাম। এই কর্মশালায় অংশ নিয়ে বুঝলাম কথা সুর তাল লয় এই সবের সঙ্গে আনন্দের গানে আনন্দ ও দুঃখের গানে দুঃখ প্রকাশ করতে পারলেই একটি গান সম্পূর্ণ হয়। কিছু ঠাট, কিছু গান- এর সঙ্গে গভীরভাবে পরিচয় হল। জানলাম ঠাট কি ঠাট কটি হয় এবং তাদের নাম। কল্যাণ ঠাটে শিখলাম ইমন রাগ। ভৈরব ঠাটে রবিঠাকুরের গান। এছাড়া আরও দুটি ছন্দে, তালে, আনন্দে মেতে ওঠার মত রবীন্দ্রসঙ্গীত।

এছাড়া শিখেছি রবিঠাকুরের লেখা খুব পরিচিত একটি প্রার্থনা সঙ্গীত, "আগুনের পরশমণি ছোঁয়াও প্রাণে"। লোকমুখে শোনা এক পঙতি দিয়ে একটি মজার গান শিখলাম। সেই গানটির সুরকার ও গীতিকার প্রখ্যাত সঙ্গীত পরিচালক সলিল চৌধুরী। গানটি হল, "আয় বৃষ্টি ঝেঁপে, ধান দেব মেপে"। এই কর্মশালায় শিখেছি তালবাদ্য সহযোগে কীভাবে একটি গান কবিতার মতো করে পড়তে হয়। এছাড়া শিখলাম সঠিক বাদ্যের সহযোগে ও মিউজিক ট্র্যাক-এর সহযোগে কীভাবে একটি গান পরিবেশন করব।

কর্মশালার শেষ দিন অর্থাৎ ২৩শে মে এই কর্মশালায় যা শিখলাম তার কিছু নমুনাও পরিবেশন করলাম আমরা। এই কর্মশালায় অংশগ্রহণ করতে পেরে ও তিন দিন শিল্পী অগ্নিভ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে কাটাতে পেরে আমরা সত্যিই আনন্দিত ও আপ্লুত। তিনদিন অনেক মজা করলাম। নেহরু চিলড্রেনস্ মিউজিয়ামকে এই ধরণের কর্মশালার আয়োজন করার জন্য অনেক ধন্যবাদ এই কর্মশালায় অংশগ্রহণকারীদের পক্ষ থেকে। শুধু বছরে একবার নয় সারাবছর জুড়ে যদি বেশ কয়েকবার এইরকম কর্মশালার মধ্য দিয়ে আনন্দের সাথে গান শিখতে পারি তাহলে আমরা ছোটরা খুব আনন্দিত হব এবং উপকৃত হব।

সৃজা লাহিড়ী

সুরে আনন্দে ছন্দে তালে কিছু মুহূর্ত

নাটক নাটক গল্প কর্মশালা - দেবশঙ্কর হালদার

আমি বাড়িতে আর আমাদের দল প্রাচ্যতে যেখানে আমরা নাটক করি সেখানেও দেবশঙ্কর স্যারের কথা শুনেছি। আমি মঞ্চে স্যারের নাটক দেখেছি। আবার গ্রীন রুমে স্যারের সাথে আমার দেখাও হয়েছে।

বাবা অনেকদিন ধরেই বলেছিল দেবশঙ্কর স্যারের সাথে একদিন কাটাতে পারব। এটা ভেবে খুব আনন্দ হচ্ছিল। আজ সকালে আমাদের দলের আমরা কয়েকজন ডিরেক্টর স্যারের সাথে আনন্দ করতে করতে রবীন্দ্র সদন মেট্রো স্টেশনে গেলাম। রাস্তা পেরিয়ে নেহরু চিলড্রেনস্ মিউজিয়াম পৌঁছে গেলাম। পাশে নাট্য আকাডেমি দেখে আমাদের খুব আনন্দ হচ্ছিল। ওখানে আমরা অনেকদিন আগে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখা ''দেবতার গ্রাস'' অভিনয় করেছিলাম। এরপর আমরা নেহরু চিলড্রেনস্ মিউজিয়ামের একটা ঘরে গিয়ে বসলাম। বিভিন্ন জায়গা থেকে অনেক ছেলেমেয়ে এলো। আমরা নিজেদের মধ্যে গল্প জমিয়ে ফেললাম। এমন সময় দেবশঙ্কর স্যার ঘরে এলেন। বিভিন্ন গল্প করতে করতে স্যারের নিজের জীবনের গল্পও করলেন।

এরপর স্যার আমাদের বিভিন্ন অভিনয় খেলার মতন করে দেখালেন। বিভিন্ন মিউজিকের সাথে শরীরের এক্সপ্রেশন দেখালেন। আমরাও সাথে সাথে চেষ্টা করলাম। জল তেষ্টার সময় জ্বলন্ত কয়লা পেরিয়ে খাবার জল নেওয়া সেটাও স্যার অভিনয় করে দেখালেন।

এরপর স্যার আমাদের নিজেদের পছন্দমত দুটো চরিত্র অভিনয় করে দেখাতে বললেন। সবাই খুব উৎসাহে বিভিন্ন জিনিস অভিনয় করে দেখাল। আমি প্রথমে আমার পিসেমশাই কীভাবে চেয়ারে বসে চশমা পড়ে ফেসবুক করে সেটা দেখালাম। সবাই খুব হাসল। এরপরে অভিনয় করলাম সি আই ডি অফিসার। আমার অভিনয় দেখে সবাই খুব ভালো বলল। দেবশঙ্কর স্যারও খুব প্রশংসা করলেন। এরপর আমরা টিফিন খেলাম। ভালো অভিনয় করার জন্য আমরা সবাই সার্টিফিকেট পেলাম।

এরপর আমরা দোতলায় গিয়ে নানা ধরনের পুতুল দেখলাম। রাস্তা পেরিয়ে মেট্রোতে স্যারের শেখানো জিনিসগুলো নিয়ে আলোচনা করতে করতে বাড়ি চলে এলাম।

সৌজন্য ঘোষ

কবিতা বন্ধু হও - বিজয়লক্ষী বর্মন

নেহরু চিলড্রেনস্ মিউজিয়ামে ২৮, ২৯ ও ৩০শে মে একটি আবৃত্তি-র কর্মশালা আয়োজন করেছিল, প্রশিক্ষণে ছিলেন বিজয়লক্ষী বর্মণ এবং লিপীকা-দি, কর্মশালার নাম ছিল 'কবিতা বন্ধু হও'। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে আমরা যেন সত্যি কবিতার সঙ্গে এক বন্ধুত্ব গড়ে তুলি। এই কর্মশালায় আমাদের অত্যন্ত শ্রদ্ধার বিজয়লক্ষী-দি ও লিপীকা-দি যা শেখালেন তা আশা করি আমাদের চিরকাল মনে থাকবে এবং আমাদের ভবিষ্যতেও খুব উপকার করবে। এই তিনদিনে আমরা অনেক বন্ধুদের পেয়েছি। এবং আমাদের যা মজা হয়েছে তা অতুলনীয়। এই শিল্পচর্চার দ্বারা আমরা কবির মনের ভাবকে মানুষের সামনে তুলে ধরি। এই কটা দিনে আমরা কয়েকটি উপকারী কথা শিখেছি, যেমন- কবিতা বলার আগে কবিতার নাম এবং কবির নাম ভালো করে জানা দরকার। এতে কবিতাটির সঙ্গে আমাদের আলাপ হয়। এরপরে কবিতাটিকে পড়ে কবির মনের ভাবটিকে ভালো করে বোঝার চেষ্টা করব। কবিতাটি তার সঠিক ছন্দে বলতে হবে। আমরা কবিতাটি বুঝে বলবার চেষ্টা করি। এতে আমরা কবির মনের ভাবকে সবার সামনে প্রকাশ করতে পারি এবং কবিতাটির ছবিটা আমরা সবার সামনে তুলে ধরতে পারি। আমরা ভয়েস মডিলিউশন, যেটা একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় কবিতা বলার ক্ষেত্রে সেটা শিখেছি। আরেকটি বিষয় যেটা উল্লেখ না করলেই নয়, সেটা হচ্ছে, কবিতা বলবার সময় গলাকে পরিষ্কার রেখে বাচনিক ভঙ্গির কথা মাথায় রেখে, সঠিক উচ্চারণ এবং ছন্দের সঙ্গে বলতে হবে।

তবে এই কদিন যে আমরা শুধু শিল্পচর্চার ব্যাপারেই মেতে ছিলাম তা কিন্তু নয়, আমরা মেমরী গেম ও খেলেছিলাম। সবশেষে নেহরু চিলড্রেনস্ মিউজিয়াম কর্তৃপক্ষকে, বিজয়লক্ষী-দি এবং লিপীকা-দি আমাদের তরফ থেকে অনেক অনেক ধন্যবাদ রইল। তাঁদের এই উদ্যোগ আমাদের ভবিষ্যতে কবিতা বন্ধুকে নিয়ে চলার পাথেয় হবে।

স্মিতাক্ষী মজুমদার

"বাংলা গান - পরিবেশন শৈলী" কর্মশালা - ইমন চক্রবর্তী

নেহরু চিলড্রেনস্ মিউজিয়ামে ৪, ৬ ও ৭ই জুন তারিখে ইমন চক্রবর্তীর কাছে গানের একটি কর্মশালা ছিল। আমি এই প্রশিক্ষণ শিবিরে অংশগ্রহণ করেছিলাম ইমনদিদি আমাদের সঙ্গে খুবই বন্ধুত্বপূর্ণ ভাবে মিশেছে। আমরা এই কর্মশালাতে ইমনদিদির কাছ থেকে মোট চারটি গান শিখতে পেরেছি।

প্রথম দিন দিনি আমাদের শিখিয়েছে কীভাবে এবং কী কী রেওয়াজ করতে হবে। আমরা প্রথম দিন দুটো গান শিখেছি, সেই দুটি গান হল "প্রণাম তোমায় ঘনশ্যাম ও নিশা লাগিল রে"। দশটি ঠাট কীভাবে সহজে মনে রাখা যায় ইমনদিদি আমাদের শিখিয়েছে। কোনো গান কীভাবে শ্রুতিমধুর হয় তাও বলেছে। এছাড়া গানের বিষয়ে অনেক তথ্য দিয়েছে। সাথে তবলা বাদকের তাল, লয় এবং গৌরব দাদার হারমোনিয়ামের সুর গান শেখাতে সাহায্য করেছে।

দ্বিতীয় দিন আমরা আরও দুটো গান শিখেছি ইমন দিদির কাছ থেকে, "আমাদের পাকবে না চুল গো" যেটি একটি রবীন্দ্র সঙ্গীত ও একটি নজরুল গীতি- "মোর ঘুম ঘোরে এলে মনোহর"

তৃতীয় দিন একটি অনুষ্ঠানের মাধ্যমে নেহরু চিলড্রেনস্ মিউজিয়ামের এই কর্মশালা সমাপ্ত হয়েছিল। তার জন্য এই চারটি গান ভালোভাবে রিহার্সাল দিয়ে ইমনদিদির পরিচালনায় অনুষ্ঠানে সমবেত কণ্ঠে গাওয়া হয়েছিল।

এই তিনদিন আমি ও আমরা সবাই আনন্দের সঙ্গে ইমনদিদির কাছ থেকে গানগুলি শিখলাম।

সর্বপরি নেহরু চিলড্রেনস্ মিউজিয়ামের পরিবেশ ও ব্যবস্থাপনা এবং শিখা ম্যাম এর সঞ্চালনায় আমি খুব আপ্লুত। তাই পরের বছর এই কর্মশালার জন্য আমি অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করে থাকব।

কৌশিক্তা ঘোষ

"বাংলা গান - পরিবেশন শৈলী" কর্মশালার কিছু মুহূর্ত

Cartoon Workshop by Debasish Deb

I have a natural inclinaion towards drawing since my childhood and it gradually became a passion after reading the comic books and watching the movies of Marvel. So I was extremely excited when my mother told me about the cartoon workshop to be held at Nehru Children's Museum. It was a three day workshop to harness the skills of aspiring cartoonists, if I may say so.

On day 1- eminent cartoonist, Mr. Debasish Deb provided a lucid introduction on the innovative and hillarious art form of cartoons - it was fascinating to know how as simple drawing can be turned into a thought-providing comical form.

I was also amazed to see how Mr. Deb created great cartoons by just distorting the facial features. On the second day, we were priviledged to learn other innovative ways to draw cartoon figures and also about the art of developing characters. At the end of the final day, a demonstration session was planned in front of all the parents. I was really overjoyed when sir selected me to draw one of my own cartoons on the board. I really cherished the sessions and it unfolded a lot of nuances cartoon drawing to me. I am really indebted to sir, Mr. Debasish Deb.

My heartfelt thanks also goes to Nehru Children's Museum for providing such a stepping stone for young cartoon enthusiasts like me. I will definitely be looking forward to join the workshop again next year to enhance my skills to a higher level.

Ujaan Bhattacharya

Human Figure Drawing Workshop

In this year when I got one month summer holiday I went to a summer camp in Nehru Children's Museum to learn Human Figure Drawing. It was held for four days 28th, 29th, 30th & 31st May. It began from 3.30pm and ended at 6.30pm.

I went there along with my mother and a friend called Saiya. All the teachers taught us with great care. On the first day they taught us to draw the body parts of human beings. On the second day we drew a full human being. On the third day we drew many potraits of human beings.

The teacher also taught us to draw front face, side face and side profile. On the forth day we drew a full human being with back ground. At last there was a demonstration where the teachers told our parents tha how they taught us the drawings.

The parents also admitted that the children liked the workshop very much and whenever it was difficult for the children to draw any figure, the teachers helped then and provided whole hearted support. I had a lot of fun. Next year I shall again want to join in the workshop.

Ahona Basu

Special Moments of Human Figure Drawing Workshop

Thank You Donors

Arka Banerjee	Dr. Jayanta Kr. Barua	Rina Khatun
Biman Srimal	Dr. Jayanta Kr. Ghosh	Sekhar Nahar
Dr. Krishna Laskar Bandyopadhyay	Geeti Dasgupta	Sougata Mitra

Happy Birthday To Our Little Friends ..... July 2019

Akansha Biswas	03	Kaushiki Mukherjee	06	Swarnavo Chatterjee	25
Chirodeep Pal	04	Sourya Sarkar	12	Suryansha Datta	29
Ritoja Sengupta	04	Anushka Mukherjee	13	Asmita Dey	30
				Rupanjan Naskar	31

আবৃত্তি উৎসব জ্ঞান মঞ্চে ১২ই জুন

পরিবেশনায় নেহরু চিলড্রেনস্ মিউজিয়ামেরএর ছাত্র-ছাত্রীরা

কবিতাকে অস্বীকার করে বাঁচা যায় না। তার ব্যাপ্তি সর্বত্র। নিখিল বিশ্বে, চরাচরে তার অবাধ যাতায়াত। আমাদের জীবনযাত্রার প্রতি মুহূর্তেই তার উপস্থিতি। প্রতিদিনকার রোজনামচায় তার নবস্বাক্ষর। কবিতার ধ্বনি-প্রতিধ্বনিতে, ব্যঞ্জনার গভীরে এক অর্থবহ ভাবের বিনিময় ঘটে আবৃত্তিকারের সঙ্গে শ্রোতার। আবৃত্তিকারের সুললিত প্রয়োগে কবিতায় প্রাণের জোয়ার আসে। সে কবিতার জোয়ারে ছন্দের দোলা। সে কবিতায় দুনির্বার টানে ভাসিয়ে নিয়ে যায় শ্রোতাদের। এমনই এক কবিতার সন্ধ্যায় নেহরু চিলড্রেনস্ মিউজিয়ামের আবৃত্তি উৎসব **শ্রীমতী বিজয়লক্ষী বর্মণ ও শ্রী মলয় পোদ্দার** এর সুচিহ্নিত শিল্পের প্রয়োগে এই আবৃত্তি উৎসব হয়ে উঠেছিল অনন্য।

জ্ঞান মঞ্চে বিশেষ কিছু মুহূর্ত

Workshop by Rupankar

Editor : Prabal Dutta, Associate Editor : Indrani Sengupta, Published by Indrani Sengupta on behalf of National Cultural Association and printed at Display Printers Pvt. Ltd. 16/3 Gariahat Road, Kolkata 700 019.
Contact : 94/1 Chowringhee Road, Kolkata - 700 020, E-mail : nehrumuseum1972@gmail.com